যুগান্তর

তারিখ 05 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পাঁচ জেলা শহরে মেডিকেল কলেজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বাইরে জেলাশহরে আরও ৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব মেডিকেল কলেজ নির্মিত হলে প্রত্যেকটিতে প্রতি বছর ১শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিটি কলেজের পাশেই একটি করে ৫শ' শয্যার আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ নিউট্রেশন অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টরাল প্রোগ্রাম (এইচএনপিএসপি) প্রকল্পের অর্থায়নে এসব প্রতিষ্ঠান নির্মিত হবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিচালক প্রফেসর খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে জানান, যশোর, পাবনা, নোয়াখালী, কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলায় এ ৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মিত হবে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেছে। গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদফতর কাজ শুরু করেছে। ২০১০ সালের মধ্যে এসব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পুরোদমে যাত্রা শুরু করবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, ভারত ও শ্রীলংকার আদলে মেডিকেল শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি

সিদ্ধান্ত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

সিদ্ধান্ত : নির্মাণের

(১ম পৃষ্ঠার পর) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এইচএনপিএসপি প্রকল্পের মূল পরিকল্পনায় এসব জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য আগেই অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি টিম বরাদ্দকৃত জমির স্থান পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

জানা গেছে, বর্তমানে দেশে প্রতি বছর ৯ লাখ ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। তাদের মধ্যে সাড়ে ১১ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাচ্ছে। এছাড়াও প্রায় ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর কাছাকাছি নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা মাত্র ১৫টি। সর্বসাকুল্যে আসন সংখ্যা ২ হাজার ১৬০টি। ফলে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিলেও বেশিরভাগই বাদ পড়ে। এতে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও আসন স্বল্পতার কারণে ঈপ্সিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হতে পেরে গভীর হতাশায় ভোগে তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে ৩৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠলেও সেগুলোর পড়াশোনার খরচ খুবই বেশি। একেকজন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির সময় সর্বনিম্ন ৫ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া মাসিক বেতন, প্রাকটিক্যালের নামে নামে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের হওয়ায় সবারই মনে মনে সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করার সুপ্ত বাসনা থাকে। তাছাড়া সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার খরচ নেই বললেই চলে। বছরে টিউশন ফি মাত্র ৪শ' টাকা এবং হোস্টেল ভাড়া ৫ টাকা। ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়াও তুলনামূলক সস্তা। অপেক্ষাকৃত কম খরচে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ করে দিতেই এ পাঁচ জেলায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল না থাকায় বাংলাদেশী চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের চাকরির অবাধ সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আপাতত ৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি দক্ষ নার্স ও টেকনিশিয়ানের সংখ্যা বাড়াতে নার্সিং ও টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।